



4060 - ইসলামেরে বচিরে কাদয়ানী সম্প্রদায়

প্রশ্ন

আমি কাদয়ানী নই। জনে রাখুন, তারা বশ্বিবাস করে য়ে, মুহাম্মদ আলাইহসি সালামরে পরেও একজন নবী আছে। তারা কি ইসলামরে বাইরে? আমি বশ্বিবাস করি য়ে, তারা ইসলামরে বাইরে এবং এ ভত্তি থকে আমি তাদের সাথে আচরণ করি।

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

পরচিত্তি:

কাদয়ানী এমন একটি আন্দোলন যা ১৯০০ সালে ইংরেজে উপনবিশেবাদরে পরকিল্পনায় ভারতীয় উপমহাদশে গড়ে উঠছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে দূরে রাখা; বশ্বিষেত জহিদরে ফরয দায়ত্ত্ব থেকে দূরে রাখা; যাত করে তারা ইসলামরে নামে উপনবিশেবাদকে মকোকাবলি করতে না পারে। এ আন্দোলনরে মুখপত্র হচ্ছে- Religious নামক ম্যাগাজনি; যা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হত।

প্রতষ্টি ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব:

১। গোলাম আহমাদ কাদয়ানী (১৮৩৯খ্রিঃ-১৯০৮খ্রিঃ) ছিল কাদয়ানী আন্দোলনরে অস্তিত্বরে প্রধান গুটি। সে ১৮৩৯খ্রিঃ ভারতরে পাঞ্জাবরে কাদয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। সে এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে য়ে পরিবার দশে ও জাতরি সাথে বশ্বিবাসঘাতকতার জন্য প্রসদিধি লাভ করছিল। এভাবেই গোলাম আহমাদ উপনবিশেরে প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত থেকে বড়ে উঠছে। তাকে নবুয়ত দাবী করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে; যাত করে তাকে কনেদ্র করে মুসলমানরো একত্রতি হয় এবং ইংরেজে উপনবিশেরে বর্তুদধে জহিদ করা থেকে বরিত থাকে। ব্রটিনে সরকাররে তাদের উপর অনকে দয়া-দাক্ষণি় ছিল। তাই তারা তাদের প্রতি মত্তিরতা প্রকাশ করেছে। গোলাম আহমাদ তার অনুসারীদের কাছে মজোজরে বক্তিত্তি, অনকে রোগগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত হিসেবে পরিচিত ছিল।

২। তার বর্তুদধে ও তার নংেরা দাবীর বর্তুদধে যারা অবস্থান গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যরে রয়েছে: ভারতরে জমঙ্গয়ত আহলে হাদসিরে আমরি শাইখ আবুল ওয়াফা সানা উল্লাহ্ অমৃতসরী। তিনি তার সাথে বাহাস (বত্তির্ক) করেছেন, তার দললি খণ্ডন করেছেন, তার শয়তানি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তার মতবাদরে কুফরি ও বক্রতা তুলে ধরেছেন। তারপরেও গোলাম আহমদ



যখন সঠিক পথে ফিরে আসেনি তখন শাইখ আবুল ওয়াফা তার সাথে এই মর্মে মুবাহালা করছেন যে, তাদের মধ্যে যে মত্বিবাদী সবে যনে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মারা যায়। কিছুদিন যতে না যতেই মরিয়া গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ১৯০৮ সালে ধ্বংস হয় এবং ৫০টি বই, প্রচারপত্র ও প্রবন্ধ রেখে যায়। তার লখিতি উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে: ইয়ালাতুল আওহাম, ইজাযে আহমাদি, বারাহীনে আহমাদিয়া, আনওয়ারুল ইসলাম, ইজায়ুল মাসীহ, আত-তাবলীগ ও তাজাল্লায়াত ইলাহিয়া।

৩। নূরুদ্দীন: কাদিয়ানী আন্দোলনের প্রথম খলফি। ইংরেজেরা খলোফতের মুকুট তাকেই পরিয়েছে এবং মুরদিরা তাকে মনে নিয়েছে। তার লখিতি গ্রন্থ হচ্ছে- ফাসলুল খতিব।

৪। মোহাম্মদ আলী ও খাজা কামাল উদ্দীন: এ দুইজন কাদিয়ানীদের লাহোরের আমরি। এ দুইজনই কাদিয়ানী মতবাদে প্রবক্তা। প্রথমজন আল-কুরআনুল কারীমের বক্তৃত ইংরেজী অনুবাদ লখিছে। তার লখিতি বইয়ের মধ্যে রয়েছে: হাকীকাতুল ইখতলিফ, আন-নুবুয়্যাত ফলি ইসলাম, আদ-দবীন আল-ইসলামী। আর খাজা কামাল উদ্দীনের লখিতি বই হচ্ছে- আল-মুছল আল-আলা ফলি আম্বিয়া, এছাড়াও অন্যান্য কিছু বই।

লাহোরস্থ এ আহমাদিয়া জামাত মরিয়া গোলাম আহমাদকে কেবেল মুজাদ্দি (সংস্কারক) মনে করে। কিন্তু এ দুটো একই আন্দোলন হিসেবে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় দলটি কোন ক্ষতেরে সংকটে পড়লে প্রথম দল তাকে সাহায্য করে এবং প্রথম দল পড়লে দ্বিতীয় দল তাকে সাহায্য করে।

৫। মোহাম্মদ আলী: সবে হল লাহোরস্থ কাদিয়ানী জামাতের আমরি এবং কাদিয়ানী মতবাদে গুরু, উপনিবেশবাদে গুপ্তচর, কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারকারী ম্যাগাজনিরে করণধার। সবে কুরআনুল কারীমের বক্তৃত ইংরেজী অনুবাদ করছে। তার রচতি বইয়ের মধ্যে রয়েছে: হাকীকাতুল ইখতলিফ, আন-নুবুয়্যাত ফলি ইসলাম।

৬। মুহাম্মদ সাদকে: কাদিয়ানী মতবাদে মুফতি। তার রচতি বইয়ের মধ্যে রয়েছে: খাতামুল নাবিয়্যিনি।

৭। বশরি আহমাদ বনি গোলাম: তার রচতি বই হচ্ছে- সরিতে মাহদী, কালমাতুল ফাসল।

৮। মাহমুদ আহমাদ বনি গোলাম ও তার দ্বিতীয় খলফি: তার রচতি বইয়ের মধ্যে রয়েছে- আনওয়ারুল খলিফা, তুহফাতুল মুলুক ও হাকীকাতুল নুবুয়্যাত।

৯। জাফরুল্লাহ খান কাদিয়ানীকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিয়োগ করায় এই ভ্রান্ত মতবাদ ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। তিনি পাঞ্জাব প্রদেশে এ দলকে বড় এক খণ্ড জমিদানে যাত করে তাদের আন্তর্জাতিক সেন্টার বানাতে পারে। কুরআনের আয়াত: رَبُّوۥ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ [সূরা মুমিন, ২৩:৫০] তারা এ স্থানের নাম দিয়েছে: রাবওয়া।

তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস:



১. গোলাম আহমাদ একজন মুসলমি দায়ী হিসেবে তার কর্ম তৎপরতা শুরু করেন। এক পর্যায়ে কিছু সমর্থক তার পাশে ভিড়ে। অতঃপর সবে দাবী করে যে, সবে মুজাদ্দি (সংস্কারক) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহিপ্ৰাপ্ত। এরপর আরও একধাপ এগিয়ে সবে নিজেকে প্রত্যাশিতি মাহদী ও প্রতশিরুত মসীহ দাবী করে। অতঃপর সবে নবুয়ত দাবী করে। সবে দাবী করে যে, তার নবুয়ত আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নবুয়তরে চয়ে উচুঁ পর্যায়রে।
২. কাদিয়ানীরা বশ্বাস করে যে, আল্লাহ রযো রাখনে, নামায পড়নে, ঘুমান, ঘুম থেকে জাগনে, লখনে, ভুল করনে, সহবাস করনে (তারা যা দাবী করে তা থেকে আল্লাহ বহু উর্ধবে)।
৩. তারা দাবী করে যে, তাদের উপাস্য ইংরজে। যহেতু তর্নিতাকে ইংরজী ভাষায় সম্বোধন করনে।
৪. কাদিয়ানীরা বশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মাধ্যমে নবুয়তরে ধারা সমাপ্ত হয়নি; বরং জারী আছে। আল্লাহ জরুরতরে ভত্বিততে রাসূল পাঠিয়ে থাকনে। গোলাম আহমাদ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ট নবী।
৫. তারা বশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদরে উপর জব্বিরাইল নাযলি হত ও তার কাছে ওহী (প্রত্যাদেশে) পাঠাত। তার কাছে প্ররেতি ওহগিলো কুরআনরে মত।
৬. তারা বললে: প্রতশিরুত মসীহ (গোলাম) যে কুরআন পশে করছেন সেটো ছাড়া আর কোন কুরআন নহে এবং তার শক্বিয়ার আলোকে যে হাদসি সেটো ছাড়া কোন হাদসি নহে এবং গোলাম আহমাদরে কর্তৃত্ব ছাড়া কোন নবী নহে।
৭. তারা বশ্বাস করে যে, তাদের কতিব নাযলিক্ত। সে কতিবরে নাম হচ্ছে- আল-কতিবুল মুবীন"। সেটো কুরআন নয়।
৮. তারা বশ্বাস করে যে, তারা আলাদা নতুন এক ধর্ম ও নতুন এক শরয়িতরে অনুসারী এবং গোলামরে সঙ্গগিণ সাহাবীদরে মত।
৯. তারা বশ্বাস করে যে, কাদিয়ান হচ্ছে মদনি মনোওয়ারা ও মক্কা মুকাররমার মত। বরং এ দুটো শহররে চয়ে উত্তম। কাদিয়ানরে ভূমিহারাম (সম্মানতি ও সংরক্বতি)। সেটো তাদের কবিলা ও হজ্জ পালনরে স্থান।
১০. তারা জহীদরে আকদি বাতলি করার আহ্বান জানায়। তারা ইংরজে শাসনরে অন্ধ আনুগত্য করার আহ্বান জানায়। কনেনা তাদের ধারণায় কুরআনরে দললি অনুযায়ী ইংরজেরা উলুল আমর (নতো)।
১১. তাদের মতে কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রত্যকে মুসলমি কাফরে। এমনকি যে ব্যক্তি কাদিয়ানী ছাড়া অন্যরে কাছে বয়ি দেয়ে বা বয়ি করে সেও কাফরে।
১২. তারা মদ, আফমি, মাদকদ্রব্য ও নশোজাতীয় জনিসিকে বধৈ মনে করলে।



চিন্তাধারা ও বশি্বাসরে গড়েপাতন:

১. স্যার সয়েদ আহমাদরে পাশ্চাত্যপন্থী আন্দোলন য়ে সব বকিত চিন্তাধারা প্রচার করছে সগেলো কাদয়ানী ধর্ম আত্মপ্রকাশ করার মাঠ তরী করছে।

২. ইংরেজেরা এ প্রকেষাপটেকে কাজে লাগিয়ে কাদয়ানী আন্দোলন তরী করছে এবং এর জন্য তাদের অনুগত জয়গীর শ্রণীর পরবাররে একজনকে নরিবাচন করছে।

৩. ১৯৫৩ সালে পাকনিতানরে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খানকে অপসারণরে দাবীতে এক জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় এবং কাদয়ানী সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু ও অমুসলমি হিসেবে ঘোষণা করার দাবী ওঠে। সয়ে আন্দোলনে প্রায় দশহাজার মানুষ শহীদ হয় এবং তারা কাদয়ানী মন্ত্রীরকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়।

৪. ১৩৯৪ হজরীর রবউল আউয়াল মাসে (১৯৭৪ সালে এপ্রিলি) মক্কাস্থ রাবতো আলমে ইসলামীর অধীনে বড় একটি সমেনার অনুষ্ঠতি হয়। সয়ে সমেনারে বশি্বরে আন্তর্জাতকি ইসলামী সংস্থাগুলো অংশ গ্রহণ করে। উক্ত সমেনারে এ সম্প্রদায়রে কাফরে হওয়া ও ইসলাম থেকে বরে হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং মুসলমানদেরে প্রতি আহ্বান জানানো হয় এ মতবাদেরে বপিদকে প্রতিহিত করার, কাদয়ানীদেরে সাথে সহযোগতি না করার এবং মুসলমানদেরে কবরস্থানে তাদেরকে দাফন না করার।

পাকসিতান সেন্ট্রাল পার্লামেন্টে মরিয়া নাসরে আহমাদরে সাথে বতিরকরে ব্যবস্থা করে। এতে শাইখ মুফতি মাহমুদ তার বরিদুধে জবাব দনে। দীর্ঘ ৩০ ঘন্টা ধরে উক্ত বতিরক চলে। নাসরে আহমাদ জবাব দতি অক্ষম হয়। এর মাধ্যমে এ সম্প্রদায়রে কুফররে পর্দা উম্মোচতি হয়ে যায়। পার্লামেন্টে গেজেটে প্রকাশ করে কাদয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করে।

নমিনোকৃত বিষয়গুলো মরিয়া গোলাম আহমাদরে কাফরে হওয়াকে অনবিার্য করে:

১। তার নবুয়ত দাবী।

২। উপনবিশেবাদেরে সবোস্বরূপ জহিদরে ফরযয়িতকে বলিপ্ত করা।

৩। মক্কায় গিয়ে হজ্জ করাকে বাতলি করে সটোকে কাদয়ানরে দকি স্থানান্তর করা।

৪। আল্লাহকে মানুষরে সাথে সাদৃশ্য দেয়ো।

৫। পুনর্জন্ম ও হুলুল তত্তবে বশি্বাস করা।



৬। আল্লাহর দিকে সন্তান সম্বোধতি করা এবং নিজেকে উপাস্যরে সন্তান দাবী করা।

৭। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে খতমে নবুয়ত বা শেষে নবী হওয়াকে অস্বীকার করা এবং প্রত্যকে দুষ্টি-শয়তানেরে জন্য নবুয়ত দাবীর পথ খুলে দেওয়া।

৮। কাদিয়ানীদের সাথে ইসরাইলে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইসরাইল তাদের জন্য বিভিন্ন সেন্টার ও মাদ্রাসা খুলে দিয়েছে। তাদের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা বের করা ও বিশ্বব্যাপী প্রচার করার জন্য বই ও প্রচারপত্র ছাপানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

৯। তারা যে খ্রিস্টান ধর্ম, ইহুদী ধর্ম ও গোপন আন্দোলনগুলো দ্বারা প্রভাবিত সটো তাদের বিশ্বাস ও চলাফরো দেখলেই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। যদিও বাহ্যত তারা ইসলাম দাবী করে।

তাদের প্রসার ও প্রভাব বসিতারেরে স্থানসমূহ:

- বর্তমানে অধিকাংশ কাদিয়ানী ভারত ও পাকিস্তানেই বাস করে। তাদের সামান্য কিছু সংখ্যা ইসরাইল ও আরব বিশ্বেও বাস করে। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় প্রত্যকে দেশেরে স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলো দখল করতে চায়; যাত করে তারা সেখানে আস্তা গড়ে অবস্থান করতে পারে।
- আফ্রিকাতো ও পাশ্চাত্যেরে কিছু দেশে কাদিয়ানীদের বড় ধরণেরে কর্ম তৎপরতা রয়েছে। শুধু আফ্রিকাতাই তাদের পাঁচ হাজারেরেও বেশি মুবাল্লগি ও দাঈ আছে। যাদের কাজ হলো মানুষকে কাদিয়ানী ধর্মেরে দাওয়াত দেওয়া। তাদের ব্যাপক তৎপরতা নিশ্চিত করে যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পায়।
- ইংরেজ সরকার এ মতবাদকে কোলে তুলে রাখতে। এ মতবাদেরে অনুসারীদের জন্য আন্তর্জাতিকি অফিসগুলোতে পদ পাওয়া, কর্পোরেরে প্রতিনিধিত্বেরে পরিচালনা ও কনস্যুলেরে অফিসগুলোতে নিয়োগ পাওয়া সহজীকরণ করে। এবং এদেরে মধ্য থকেরে তাদেরে গয়েন্দা সংস্থাগুলোতে বড় মাপেরে অফিসার নিয়োগ দেয়।
- কাদিয়ানীরে বড় ধরণেরে মডিয়া; বিশেষত সাংস্কৃতিকি মডিয়া ব্যবহারেরে মাধ্যমেরে তাদেরে মতবাদেরে দিকে দাওয়াত দিতে খুবই তৎপর। যহেতু তারা শক্তিশক্তি। তাদেরে মধ্যেরে অনেকে বজিঞনী, ইঞজনীয়ার ও ডাক্তার রয়েছে। ব্রটিনে 'ইসলামী টিভি' নামেরে একটা স্যাটলোইট চ্যানেলেই আছে যা কাদিয়ানীরে চালায়।

পূর্ববক্ত আলোচনা থকেরে পরষিকার:

কাদিয়ানী একটা পথভ্রষ্ট আহ্বান। এর সাথে ইসলামেরে কোন সম্পর্ক নাই। এ মতবাদেরে আকদি ইসলামেরে সাথে

সাংঘর্ষকি। মুসলমি আলমেগণ তাদেরে কাফরে হওয়ার উপর ফতোয়া দেয়ার পর তাদেরে কর্মতৎপরতা সম্পর্ক

মুসলমানদেরকে সাবধান করা বাঞ্ছনীয়। আরও বসিতারতি জানতে পড়ুন: 'আল-কাদিয়ানিয়া', লখেক: ইহসান ইলাহী জহরি।



সূত্র: ড. মানো আল-জুহানী-র 'আল-মাওসুআ আল-মুয়াস্‌সারা ফলি আদইয়ান ওয়াল মাযাহবি ওয়াল আহযাবল-মুআসরি'।

ইসলামী ফকিহ একাডেমির সদিধান্তবলতিে এসছে য়ে:

'কাদিয়ানী' সম্প্রদায় ও তাদরে থকে উৎপন্ন 'লাহোরিয়া' নামক সম্প্রদায় কী মুসলমানদরে মধ্যযে গণ্য হব; নাকী মুসলমানদরে মধ্যযে গণ্য হব না; এ ধরণরে ইস্যুতে অমুসলমিদরে রায় দয়োর উপযুক্ততা কতটুকু-- এ সংক্রান্ত হুকুম জানতে চয়ে দক্ষণি আফ্রিকার কপেটাউনরে ফকিহ কাউন্সলিরে পক্ষ থকে পশেক্ত পত্রটি দখোর পর এবং ফকিহ একাডেমীর সদস্যগণরে এ বিষয়ে পশেক্ত গবেষণাবলীর আলোকে এবং বগিত শতাব্দীতে ভারতে আবরিভুত মরিয়া গলোম আহমদ কাদিয়ানী; যার দকিে 'কাদিয়ানী' ও 'লাহোরিয়া' নামক ফরেকাদবয়কে সম্বন্ধতি করা হয় তার সম্পর্কে প্রাপ্ত দললিপত্ররে আলোকে এবং এ দুটো ফরেকা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলরি ওপর চন্তিভাবনা করার পর এবং মরিয়া গলোম আহমাদ য়ে, নবুয়ত দাবী করছে; সে দাবী করছে য়ে সে প্ররেতি নবী, তার কাছে ওহী আসে, তার এ দাবী তার গ্রন্থাবলতিে সাব্যস্ত হয়ছে এবং সে দাবী করছে য়ে, এর কোন কোন অংশ তার উপর নাযলিক্ত ওহী, সে জীবনভর এ দাওয়াত দয়িে গছে, তার কথা ও বইতে মানুষরে কাছে তলব করছে য়ে তার নবুয়তে ও রসিলাতে বশি়াস করা হয়, অনুরূপভাবে তার থকে ইসলামরে জরুরীভাবে সাব্যস্ত অনকে বধিনরে অস্বীকার সাব্যস্ত হয়ছে য়েমন- জহি়দ-- সটো নশিচতি হওয়ার পর ফকিহ একাডেমি নমিনোক্ত সদিধান্ত দচ্ছ:

এক: মরিয়া গলোম আহমাদ কাদিয়ানী নবী হওয়া, রাসূল হওয়া ও তার উপর ওহী নাযলি হওয়ার য়ে দাবী করছে সটো সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যাত। যহেতে ইসলামে জরুরীভাবে অকাট্য নশিচতি জ্ঞানরে ভতিততিে আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সর্বশষে নবী ও রাসূল হওয়া সাব্যস্ত। এবং যহেতে তাঁর পরে আর কারো উপর ওহী নাযলি হয়নি। মরিয়া গলোম আহমাদ কাদিয়ানীর পক্ষ থকে এই দাবী তাকে ও তার দাবীর সাথে একমত পোষণকারী সকলকে ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদে পরণিত করবে। আর লাহোরী সম্প্রদায় মুরতাদ হওয়ার হুকুমরে ক্ষতেরে তারাও কাদিয়ানীদরে মত; যদও তারা গলোম আহমাদকে আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ছায়া ও ফরমে হসিবে উল্লখে করছেন।

দুই: কোন অমুসলমি কোর্টরে কথিবা অমুসলমি বচারকরে কারো মুসলমি হওয়া কথিবা মুরতাদ হওয়া মরমে রায় ইস্যু করার অধিকার নহে। বশিষেতঃ য়ে বচাররে মাধ্যমে গটো মুসলমি উম্মাহ; তাদরে একাডেমিসমূহ ও আলমেদেরেসহ; য়ে ব্যাপারে একমত সটোর বরিোধতি করা হয়। কারণ কারো মুসলমি হওয়া বা মুরতাদ হওয়ার রায় মুসলমি ব্যক্তি যিনি কোন কোন বিষয়রে মাধ্যমে ইসলামে প্রবশে করা সাব্যস্ত হয় কথিবা কোন কোন বিষয়রে মাধ্যমে মুরতাদ হওয়া সাব্যস্ত হয় তা জাননে, ইসলামরে হাকীকত ও কুফররে হাকীকত বুঝনে এবং কুরআন, হাদসি ও ইজমা দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ছে সে সম্পর্কে সম্যক অবহতি আছেন-- এমন ব্যক্তি থকে ইস্যু হওয়া ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হব না। অতএব, এ ধরণরে কোর্টরে রায় বাতলি।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাজমাউল ফকিহ আল-ইসলামী, পৃষ্ঠা-১৩